প্রশান্ত চিকিৎসা পরিষেবা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ৫৮৪৯)

জুলাই ২৫,২০১৯

[অভয় মনোহর সাপ্রে এবং ইন্দু মালহোত্রা , বিচারপতিদ্বয়]

আয়কর আইন, ১৯৬১-এর উপ-ধারা ৭-এর বৈধতা-২০১৪ সালে আবেদনকারী ইউ/এস-এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন - ৩৫এসি তাদের হাসপাতাল প্রকল্পে অনুমোদনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রচারের জন্য জাতীয় কমিটিকে যাতে কোনও 'মূল্যায়নকারী' তাদের অনুমোদিত হাসপাতাল প্রকল্প নির্মাণের জন্য আবেদনকারীকে যে কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় করতে সক্ষম হয় এবং সেই অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরে তার মোট আয় থেকে এই ধরনের অর্থ প্রদানের যথাযথ ছাড় দাবি করে-সরকার আবেদনকারীর প্রকল্প সহ ২৮টি 'যোগ্য প্রকল্প' অনুমোদন করেছে-৩৫এসি-আবেদনকারী ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ বছরগুলিতে বেশ কয়েকজন মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে অনুদান পেয়েছিলেন-মূল্যায়নকারীরা উক্ত আর্থিক বছরগুলির জন্য ছাড়ের দাবি করেছিলেন-তবে, .৩৫এসি -এর উপ-ধারা ৭ সন্নিবেশ করে মূল্যায়ন বছর থেকে ছাড়ের সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল-আবেদনকারী অনুরোধ করেছিলেন যে তারা আর্থিক বছরে তাদের প্রকল্পের জন্য অনুদানের মাধ্যমে আরও বেশি পরিমাণ পেতে সক্ষম হননি ২০১৭-২০১৮-আপিলকারীর রিট পিটিশনটি ধারা ৩৫-এর উপ-ধারা ৭-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে-হাইকোর্ট চ্যালেঞ্জটি প্রত্যাখ্যান করে এবং এফ পিটিশনটি খারিজ করে দেয়-আপিলে বলা হয়েছেঃ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলি, যা এস-এ উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করে আরটি-র দুঃখ বোধ করা উচিত ছিল।

এই আইনের ধারা ৩৫ এ. সি. ছিল সেইসব মূল্যায়নকারী অর্থাৎ দাতারা, যাঁরা আবেদনকারীকে অনুদান প্রদান করা সত্ত্বেও আর্থিক বছরে তাঁদের মোট আয় থেকে উক্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি পাননি (মূল্যায়ন বছর)-তবে, মূল্যায়নকারীদের মধ্যে কেউই অভিযোগ করেননি-উপরন্তু, আপিলকারী বা মূল্যায়নকারীদের কারুরই আইনের ৩৫এসি ধারায় উপ-ধারা ৭ সন্নিবেশ করার সময় প্রয়োগ করা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আবেদন করার কোনও অধিকার নেই-এছাড়াও, এই উপ-ধারাটি আপিলকারী ৮২৮-এর মতো সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা পরিষেবা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন বনাম সম্ভাবনাময়ভাবে ভারতের ইউনিয়ন ৮২৯

২০১৭-২০১৮ -বছরের ডিডাকশনের দাবি করা টি-এর জন্য যোগ্য প্রকল্পগুলিতে অর্থ দান করার সময়ও শেষ হয়ে গেছে-সুতরাং, ২০১৭-২০১৮ সময়কালের জন্য এই ধরনের করদাতাকে কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না-কোনও কর সংক্রান্ত বিষয়ে, রাজস্বের ভিত্তিতে করদাতার অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও ইক্যুইটি বা কষ্টের কোনও ভূমিকা নেই-অতএব, হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

আপিলটি খারিজ করে দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১। এটি বিতর্কিত নয় যে কমিটি দ্বারা ২৮ টি প্রকল্প তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই (২৭) এখানে আপিলকারী ব্যতীত উপ-ধারা (৭) এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এগিয়ে আসেনি। অন্য কথায়, ২৮ টি প্রকল্পের মালিকদের মধ্যে যাদের প্রকল্পগুলি কমিটি দ্বারা তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল, কেবল আপিলকারীই ক্ষুব্ধ বোধ করেছেন এবং হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করেছেন।

যাই হোক না কেন, বিবাদী (রাজস্ব) দ্বারা যথাযথভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলি, যাদের আইনের ৩৫এসি ধারায় উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল, তারা ছিল মূল্যায়নকারী, ১. অর্থাৎ, দাতারা যাদের আবেদনকারীকে অনুদান প্রদান করা সত্ত্বেও আর্থিক বছরে তাদের মোট আয় থেকে উক্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অন্য কথায়, যে প্রধান উদ্দেশ্যগুলির জন্য ৩৫এসি ধারা প্রণয়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল মূল্যায়নকারীদের তাদের প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া। [অনুচ্ছেদ ১৯,২০,২১] [৮৪০-বি-ই]

২. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কোনও যোগ্য প্রকল্পে অর্থ প্রদানের দাবি করা করদাতাদের (দাতা) কেউই এগিয়ে আসেননি-অভিযোগ করেন যে তাঁরা তাঁদের প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীকে অর্থ দান করা সত্ত্বেও, তাঁদের মোট আয় থেকে এই অর্থবর্ষে আইনের ৩৫এসি ধারার উপ-ধারা (৭)-এর ভিত্তিতে কর্তন দাবি করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, আইনের ৩৫এসি ধারার অধীনে প্রাপ্ত কর্তন সুবিধা সমস্ত করদাতারা যথাযথভাবে দুই আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭-এর জন্য গ্রহণ করেছিলেন। [অনুচ্ছেদ ২২,২৩] [৮৪০-ই-এফ]

৩. বিতর্কটি এখন শুধুমাত্র তৃতীয় আর্থিক বছর, , ২০১৭-২০১৮-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ এই বছরের জন্য, করদাতাদের ০১.০৪.২০১৭ থেকে আইনের ৩৫এসি ধারায় উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করার কারণে আবেদনকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। [অনুচ্ছেদ ২৪] [৮৪০-G-H]

৪। বিবাদি (রাজস্ব) যেমন সঠিকভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন, কোনও করদাতাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিমূলক স্থগিতাদেশের আবেদন পাওয়া যায় না এবং কোনও করদাতার কাছে কোনও কর ছাড় দেওয়ার বিষয়ে কোনও ন্যস্ত অধিকার অর্জিত হয় না। অন্য কথায়, আপিলকারী বা করদাতার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিমূলক স্থগিতাদেশের আবেদন করার কোনও অধিকার নেই যেমন আইনের ৩৫এসি ধারায় (মেসার্স মতিলাল পদমপত সুগার মিলস কো. লিমিটেড এবং উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী দ্বারা নির্ভর করা অন্যান্য মামলাগুলি) উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করার সময় প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এটি আরও বেশি হয় যখন এই আদালত খুঁজে পায় যে এই উপ-ধারাটি সম্ভাব্যভাবে আপিলকারী সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ২৬] [৮৪১-সি-ডি]

৫. এটা কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, এখন বছরের মোট আয় থেকে ছাড় দাবি করার জন্য যোগ্য প্রকল্পগুলিকে অর্থ দান করার সময় শেষ হয়ে গেছে। সময়ের অপচয়ের কারণে এটি আর উপলব্ধ নেই। বিষয়টির এই পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারী তাদের প্রকল্পের জন্য কোনও করদাতার কাছ থেকে কোনও পরিমাণ অর্থ পেলেও, এই ধরনের করদাতার জন্য ২০১৭-২০১৮ সময়ের জন্য বা পরবর্তী কোনও সময়ের জন্য কোনও ছাড়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। [অনুচ্ছেদ ২৭] [৮৪১-E]

৬। যাইহোক, আবেদনকারীর দ্বারা বলা হয়েছিল যে তারা বিভিন্ন কর নির্ধারকদের কাছ থেকে ২০১৭-২০১৮ বছরে ৩.৮৪ কোটি টাকা পেয়েছেন। এটিও বলা হয়েছিল যে যদি উপ-ধারা (৭) আবেদনকারীর প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হত তবে আবেদনকারী আর্থিক বছরে ২০১৭-২০১৮-এর তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ পেতেন, যা উপ-ধারা (৭), ১. অর্থাৎ আর্থিক বছরে ২০১৫-২০১৬-এর সময় ~ [অনুচ্ছেদ ২৮,২৯] [৮৪১-F-H; ৮৪২-A]

৭। আবেদনকারী অনুরোধ করেছেন যে এই আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে ক্ষমতা আহ্বান করার জন্য যথাযথ বিবেচনা করতে পারে এবং আবেদনকারীকে তাদের দাতাদের কাছ থেকে ০৭.১২.২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির শর্তে তৃতীয় আর্থিক বছরের জন্যও অনুদান গ্রহণের অনুমতি দিতে পারে। এই জমাটি একাধিক কারণে গ্রহণ করা যাবে না।

প্রথমত, কর সংক্রান্ত বিষয়ে, কোনও করদাতার রাজস্ব সংক্রান্ত অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও সমতা বা কষ্টের কোনও ভূমিকা নেই; দ্বিতীয়ত, একবার আইন অনুসারে এবং বিশেষত কর সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার পরে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না; এবং তৃতীয়ত, আপিলকারীর দাতাদের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ এই দুটি আর্থিক বছরে ৩৫এসি ধারার অধীনে আপিলকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এস. এল. শ্রীনিবাস জুট টুইন মিলস (পি) লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অ্যান, (২০০৬) ২ এস. সি. সি ৭৪০: [২০০৬] ২ এস. সি. আর ২৩৫;

সঙ্গম স্পিনার্স বনাম আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ।, (২০০৮) ১ এস. সি. সি. ৩৯১:। ২০০৭] ১২ এস. সি. আর. ৮৮৩; আয়কর কমিশনার (কেন্দ্রীয়)-[, নয়াদিল্লি বনাম ভাটিকা টাউনশিপ প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৫) ১ এস. সি. সি. ১: [২০১৪] ১২ এস. সি. আর. ১০৩৭; কেরালা রাজ্য ও আনার বনাম গোয়ালিয়র রায়ন সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং (ডব্লিউ. ভি. জি.) কো. লিমিটেড ইত্যাদি, (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি. ৭১৩: [১৯৭৪] ১ এস. সি. আর. ৬৭১; মতিলাল পদমপত সুগার মিলস কো. লিমিটেড বনাম ইউ. পি. ও অন্যান্য রাজ্য, (১৯৭৯) ২ এস. সি. সি. ৪০৯:২ এস. সি. আর. ৬৪১; আর. কে. গারে বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া,

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং আনার, (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি. ২৭৪: [১৯৯৪] ৪ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪৪৮; বানারি আম্মান সুগারস লিমিটেড বনাম বাণিজ্যিক কর আধিকারিক ও অন্যান্য, (২০০৫) ১ এস. সি. সি. ৬২৫: [২০০৪] ৬ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৬৪; শ্রী সিদ্ধবালি স্টিলস লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ইউ. পি. রাজ্য

, (২০১১) ৩ এস. সি. সি ১৯৩: [২০১১] ৩ এস. সি. আর ১৩৪; বাজাজ হিন্দুস্তান লিমিটেড বনাম স্যার শাদি লাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ও এ. এন. আর., (২০১১) ১ এস. সি. সি ৬৪০: [২০১০] ১৫ এস. সি. আর ১৫৬; কোঠারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম তামিলনাড়ু বিদ্যুৎ বোর্ড ও এ. এন. আর., (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ১৩৪: [২০১৬] ১ এস. সি. আর ৫৬৪-উল্লিখিত।

২০০৬] ২ এস. সি. আর. ২৩৫ অনুচ্ছেদ ১৫ ১২০০৭] ১২ এস. সি. আর. ৮৮৩ অনুচ্ছেদ ১৫ ২০১৪] ১২ এস. সি. আর. ১০৩৭ অনুচ্ছেদ ১৫১৯৭৪] ১ এস. সি. আর. ৬৭১ অনুচ্ছেদ ১৬ [১৯৭৯] ২ এস. সি. আর. ৬৪১ অনুচ্ছেদ ১৬ [১৯৮২] ১ এস. সি. আর. ৯৪৭ অনুচ্ছেদ ১৬ [১৯৯৪] ৪ সম্পূরক উল্লেখ করা হয়েছে। এস. সি. আর. ৪৪৮ অনুচ্ছেদ ১৬১২০০৪] ৬ সম্পূরক উল্লেখ করা হয়েছে। এস. সি. আর. ২৬৪ অনুচ্ছেদ ১৬ ২০১১] ৩ এস. সি. আর. ১৩৪ অনুচ্ছেদ ১৬ (২০১০) ১৫ এস. সি. আর ১৫৬ অনুচ্ছেদ ১৬ ২০১৬] ১ এস. সি. আর. ৫৬৪ অনুচ্ছেদ ১৬ সিভিল অ্যাপেললেট জুরিসডিশন উল্লেখ করা হয়েছেঃ

২০১৯-এর ।

২০১৭ সালের এস. সি. এ. এন. ও. ৭৫৫৮-এ আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের রায় ও আদেশ থেকে ৫৮৪৯ নং দেওয়ানি আপিল।

অরবিন্দ দাতার, সিনিয়র অ্যাড., মহেশ আগরওয়াল, ঋষি আগরওয়ালা, মিসেস দেবিকা মোহন, নিশান্ত রাও, ই. সি. আগরওয়ালা, আপিলকারীর পক্ষে অ্যাড.

কে রাধাকৃষ্ণণ, সিনিয়র অ্যাড., শ্রীমতি মীনাক্ষী গ্রোভার, পার্থিব গোস্বামী (মিসেস অনিল কাটিয়ারের পক্ষে), অ্যাড. উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায়টি অভয় মনোহর সেপ্রে, বিচারপতি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল

অনুমতি মঞ্জুর

২। এই আপিলটি ২০১৭ সালের এসসিএ No.৭৫৫৮-তে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত চূড়ান্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে যার মাধ্যমে হাইকোর্ট এখানে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

৩. এই আপিলের নিষ্পত্তির জন্য নীচে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, যার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় রয়েছে।

৪. এখানে আপিলকারী হলেন আবেদনকারী এবং এখানে উত্তরদাতারা হলেন সেই পিটিশনের উত্তরদাতারা যার থেকে এই আপিল উত্থাপিত হয়।

প্রশান্তি চিকিৎসা পরিষেবা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন ৮৩ ৩ **[**অভয় মনোহর সেপ্রে**,** বিচারপতি**]**

আবেদনকারী বোম্বে পাবলিক ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। আবেদনকারী আহমেদাবাদে একটি হার্ট হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। আবেদনকারীর হাসপাতালের প্রকল্পের সূচনা ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল (০৫.০৫.২০১৪)।

৬.২৭.০৯.২০১৪ তারিখে, আবেদনকারী আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ৩৫এসি ধারার অধীনে (এরপরে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-জাতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক কল্যাণ উন্নয়ন কমিটির কাছে, রাজস্ব বিভাগ, নর্থ ব্লক, নয়াদিল্লিতে (এরপরে "কমিটি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আইনের ৩৫এসি ধারায় নির্দিষ্ট হিসাবে তাদের হাসপাতাল প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিলেন যাতে কোনও "মূল্যায়নকারী" তাদের অনুমোদিত হাসপাতাল প্রকল্প নির্মাণের জন্য আবেদনকারীকে যে কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় করতে সক্ষম হয় এবং সেই অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরে তার মোট আয় থেকে এই ধরনের অর্থ প্রদানের যথাযথ ছাড় দাবি করে।

আপিলকারীর মতো, বেশ কয়েকজন ব্যক্তি, আইনের ৩ ৫এসি-তে নির্দিষ্ট হিসাবে, তাদের হাসপাতাল প্রকল্পগুলির অনুমোদনের জন্য কমিটির কাছে আবেদন করেছিলেন।

৭। ভারত সরকার আই তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে ক্রমিক নম্বর ১০-এ উপস্থিত রয়েছে। এটি নিম্নরূপঃ

এস. নং. প্রকল্প বা সর্বোচ্চ ই. এফ. প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের নাম এবং ৩৫এ. সি ধারার অধীনে ছাড় হিসাবে অনুমোদিত আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ এবং অনুমোদনের সময়কাল এফ. ১০। প্রশান্তির পক্ষে কমিটি প্রকল্পের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করেছে-(~ আর্থিক বছর, ২০১৫-১৬,১. ই., ২০১৫-১৬, এবং টি. টি.

৮. আবেদনকারীর মতে, তারা ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ সালে বেশ কয়েকটি মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে অনুদানের মাধ্যমে অর্থ পেয়েছিলেন। এই মূল্যায়নকারীরা তখন তাদের মোট আয় থেকে আবেদনকারীকে তাদের হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন তা কেটে নেওয়ার দাবি করেছিলেন। আবেদনকারীর মতে, তারা তাদের হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য তিন আর্থিক বছরে বেশ কয়েকজন মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে বিস্তারিত আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন।

২০১৫-১৬ ১০.৯৭ কোটি ২০১৬-১৭ ২০.৫৫ কোটি ২০১৭-১৮ ৯। তবে, ২০১৬-র অর্থ আইন দ্বারা আইনের ৩৫এসি ধারার উপ-ধারা (৭) যুক্ত করে মূল্যায়ন বছর ২০১৮-২০১৯ থেকে ছাড় দাবি করার সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১০. এই আইনের ৩৫এসি ধারায় উপ-ধারা (৭) যুক্ত করার ফলেই আবেদনকারী গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন দায়ের করেন। আবেদনে আবেদনকারী এই আইনের ৩৫এসি ধারার উপ-ধারা (৭)-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

অন্য কথায়, চ্যালেঞ্জটি এই ভিত্তিতে ছিল যে ৩৫এসি ধারার উপ-ধারা (৭) মূলত সম্ভাব্য প্রকৃতির এবং তাই, উপ-ধারা (৭), ১. অর্থাৎ, প্রদান করে।

চতুর্থত, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার পর্যালোচনা থেকে আইনসভার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়, অর্থ বিল, ২০১৬-র সংশোধিত বিধানগুলি ব্যাখ্যা করে দফা ও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে; পঞ্চমত, আইনের ধারা ৩৫এসি-র অধীনে মূল্যায়নকারী না হওয়ায় আবেদনকারীর প্রশ্নটি উত্থাপন করার কোনও অধিকার নেই এবং উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করার কারণে তারা কোনওভাবেই প্রভাবিত হয় না; ষষ্ঠত, আবেদনকারীর এই জাতীয় বিষয়ে কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার নেই বা উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করার সময় সংসদ কর্তৃক প্রয়োগ করা কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি স্থগিতের আবেদন করার কোনও অধিকার নেই; এবং শেষ পর্যন্ত, আবেদনকারী ইতিমধ্যে মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি অনুদান পেয়েছেন; এবং তাই ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতাল/প্রকল্প পরিচালকদের কোনও অসুবিধা হয়নি।

১২. হাইকোর্ট, বিতর্কিত আদেশে, চ্যালেঞ্জটি প্রতিহত করে এবং প্রতিবাদী (রাজস্ব) দ্বারা উত্থাপিত আবেদনগুলি বহাল রাখার সময় * টিএম খারিজ করে আবেদনকারীর আবেদন, যা এই আদালত থেকে বিশেষ অনুমতি পাওয়ার পরে আবেদনকারীর দ্বারা এই আপিল দায়ের করার জন্ম দিয়েছে।

১৩। শুনলেন আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতার এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে জ্ঞানী প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কে রাধাকৃষ্ণন।

১৪। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতার পূর্বোক্ত জমা দেওয়া বিষয়গুলি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা উচ্চ আদালতে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং বিশদভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে আবেদনকারীকেও একইভাবে মূল্যায়নকারীদের, যারা আর্থিক বছরে ২০১৭-২০১৮ আবেদনকারীকে অর্থ প্রদান করেছিলেন, তাদেরও ২০১৭-২০১৮ (মূল্যায়ন বছর ২০১৮-২০১৯) = ০১.০৪.২০১৭ থেকে কার্যকরভাবে আইনের ৩৫ ধারা এসি-তে উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করা সত্ত্বেও ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল।

তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে, বিদ্বান কৌঁসুলি এস. এল. শ্রীনিবাস জুট টুইন মিলস (পি) লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং আনার, (২০০৬) ২ এস. সি. সি ৭৪০, সঙ্গম স্পিনার্স বনাম আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ১, (২০০৮) ১ এস. সি. সি ৩৯১ এবং আয়কর কমিশনার (কেন্দ্রীয়)-১, নয়াদিল্লি বনাম ভাটিকা টাউনশিপ প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১৫) ১ এস. সি. সি ১-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১৬। উত্তরে, প্রত্যর্থীর (রাজস্ব) পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি হাইকোর্টের যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন এবং আপিল খারিজ করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্বান কৌঁসুলি কেরালা রাজ্য ও আনর বনাম গোয়ালিয়র রায়ন সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং (ডব্লিউভিজি) কো. লিমিটেড ইত্যাদি, (১৯৭৩) ২ এসসিসি ৭১৩, মোতিলাল _ পদমপত সুগার মিলস কো. লিমিটেড বনাম স্টেট অফ ইউ. পি. ও ও. আর. এস., (১৯৭৯) ২ডি এসসিসি ৪০৯, আর. কে. গর্গ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও ও. আর. এস., (১৯৮১) ৪ এসসিসি ৬৭৫, কাসিঙ্কা ট্রেডিং ও আনর বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও আনর, (১৯৯৫) ১ এসসিসি ২৭৪, বি. মান্নারী লিমিটেড বনাম স্টেট অফ ইউ. পি. ও. ও. আর. এস., (২০০৫) ২ডি এসসিসি ৪০৯, আর. কে. গর্গ বনাম ইউনিয়ন

উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য, (২০১১) ৩টি এস. সি. সি ১৯৩, বাজাজ হিন্দুস্তান লিমিটেড বনাম স্যার শাদি লাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ও এ. এন. আর., (২০১১) ১টি এস. সি. সি ৬৪০ এবং কোঠারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম তামিলনাড়ু বিদ্যুৎ বোর্ড ও এ. এন. আর., (২০১৬) ৪টি এস. সি. সি ১৩৪।

১৭। পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনে এবং মামলার রেকর্ড পর্যালোচনার পরে, আমরা হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই।

১৮.০১.০৪.১৯৯২ থেকে কার্যকরভাবে ৩৫এসি ধারাটি আইনে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে এই আপিলের বিষয় উপ-ধারা (৭), ০১.০৪.২০১৭ থেকে কার্যকরভাবে ৩৫এসি ধারায় যুক্ত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

(১) যদি কোনও করদাতার কোনও যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প পরিচালনার জন্য কোনও সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কোনও সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনও অর্থ প্রদানের মাধ্যমে কোনও ব্যয় বহন করে, তবে এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করদাতার পূর্ববর্তী বছরে এই ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ কেটে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনও সংস্থা এই উপ-ধারার অধীনে ছাড় দাবি করার জন্য পূর্বোক্ত কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বা সরাসরি যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্পের জন্য ব্যয় করতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে না যদি না করদাতার তার আয়ের রিটার্ন সহ একটি শংসাপত্র থাকে-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনও সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে, ক্ষেত্রমত, এই ধরনের সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ প্রদান করা হয়;

(২) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষকের কাছ থেকে, ধারা ২৮৮-এর উপ-ধারা (২)-এর নীচের ব্যাখ্যায় যেমন সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, সেই ফর্ম, পদ্ধতিতে এবং যেমন নির্দিষ্ট বিবরণ (পূর্ববর্তী বছরে যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত বিবরণ সহ) রয়েছে যা নির্ধারিত হতে পারে।

ব্যাখ্যা-এই ধারায় উল্লিখিত যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প পরিচালনার জন্য কোনও সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনও সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত কোনও অর্থের ক্ষেত্রে করদাতার যে ছাড়ের অধিকার রয়েছে, তা কেবল এই ভিত্তিতে অস্বীকার করা হবে না যে, করদাতার দ্বারা এই পরিমাণ অর্থ প্রদানের পরে-(ক) এই ধরনের সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছে; অথবা

(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনও ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে কোনও ছাড় দাবি করা হলে এবং কোনও মূল্যায়ন বছরের জন্য অনুমোদিত হলে, এই আইনের অন্য কোনও বিধানের অধীনে একই বা অন্য কোনও মূল্যায়ন বছরের জন্য এই ধরনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ছাড় অনুমোদিত হবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনও সমিতি বা প্রতিষ্ঠান জাতীয় কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে এবং পরবর্তীকালে-সেই কমিটি সন্তুষ্ট হয় যে প্রকল্প বা প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এমন সমস্ত বা কোনও শর্ত অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে না; অথবা

যে সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেই সমিতি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পরেও জাতীয় কমিটির কাছে এমন একটি প্রতিবেদন জমা দেয়নি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট বিবরণ পেশ করে জাতীয় কমিটি, যে কোনও সময়, সংশ্লিষ্ট সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কারণ দেখানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে, অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারেঃ

শর্ত থাকে যে, অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশের একটি অনুলিপি জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের উপর এখতিয়ার সম্পন্ন মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবে।

(৫) যেখানে কোনও প্রকল্প বা প্রকল্পকে ব্যাখ্যার দফা (খ)-এর অধীনে একটি যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প হিসাবে অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে- জাতীয় কমিটি সন্তুষ্ট যে প্রকল্প বা প্রকল্পটি সমস্ত বা কোনও শর্ত অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে না যার সাপেক্ষে এই প্রকল্প বা প্রকল্পটি অবহিত করা হয়েছিল; অথবা

এই জাতীয় যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প সম্পর্কিত কোনও প্রতিবেদন প্রতিটি আর্থিক বছরের শেষের পরে, এমন ফর্ম এবং নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা যেতে পারে যে পদ্ধতিতে এটি জারি করা হয়েছিলঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট সমিতি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাবিত প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেবে, ক্ষেত্রমতঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে তার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সমিতি, প্রতিষ্ঠানের উপর এখতিয়ার সম্পন্ন মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হবে,

প্রশান্তি চিকিৎসা পরিষেবা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন ৮৩৯ [অভয় মনোহর সেপ্রে, বিচারপতি]

পাবলিক সেক্টর কোম্পানি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, এই ধরনের যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প পরিচালনা করে।

(৬) এই আইনের অন্য কোনও বিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, যেখানে- কোনও সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদন উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রত্যাহার করা হয় বা কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনও সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৫) ৫ বা এর অধীনে যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্পের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়।

কোনও সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানের অধীনে ছাড় দাবি করেছে যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্পের উপর সরাসরি ব্যয় করা কোনও ব্যয়ের ক্ষেত্রে এবং উপ-ধারা (৫) এর অধীনে জাতীয় কমিটি দ্বারা এই জাতীয় প্রকল্প বা প্রকল্পের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হলে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ, যার ক্ষেত্রে এই জাতীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (২) এর ধারা (") এ উল্লিখিত একটি শংসাপত্র জমা দিয়েছে বা উপ-ধারা (১) এর ধারা (") এর অধীনে কোনও সংস্থা দাবি করেছে যে ছাড়টি পূর্ববর্তী বছরের জন্য সেই সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের আয় বলে মনে করা হবে, যেখানে এই জাতীয় অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছে বা বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সেই বছরের জন্য সর্বাধিক কর আদায় করা হবে।

(৭) ২০১৮ সালের এপ্রিলের প্রথম দিনে বা তার পরে শুরু হওয়া কোনও মূল্যায়ন বছরের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে কোনও ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, (ক) "জাতীয় কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, জনজীবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি;

"(ক)" "যোগ্য প্রকল্প বা প্রকল্প" "অর্থ জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বা উন্নয়নের জন্য এমন প্রকল্প বা প্রকল্প যা কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করতে পারে।"

১৯। এটি কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, কমিটি কর্তৃক ২৮টি প্রকল্প '০৭.১২.২০১৫' তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে (২৭) কেউই এখানে আপিলকারী ছাড়া উপ-ধারা (৭)-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এগিয়ে আসেনি। অন্য কথায়, ২৮টি প্রকল্পের মালিকদের মধ্যে যাদের প্রকল্পগুলি কমিটি দ্বারা '০৭.১২.২০১৫' তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল, কেবলমাত্র আপিলকারীই ক্ষুব্ধ বোধ করেছেন এবং হাইকোর্টে আবেদন দায়ের করেছেন।

২০. যাই হোক না কেন, প্রত্যর্থীর (রাজস্ব) পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির যুক্তিযুক্ত যুক্তি অনুসারে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলি, যাদের আইনের ৩৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অন্তর্ভুক্ত করে ব্যথিত হওয়া উচিত ছিল, তারা হলেন সেই মূল্যায়নকারী, অর্থাৎ, দাতারা, যাঁরা আবেদনকারীকে অনুদান প্রদান করা সত্ত্বেও আর্থিক বছরে তাদের মোট আয় থেকে উক্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি পাননি।

২১. অন্য কথায়, যে প্রধান উদ্দেশ্যগুলির জন্য ৩৫এসি ধারা প্রণয়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল মূল্যায়নকারীদের তাদের প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া।

২২। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কোনও যোগ্য প্রকল্পে অর্থ প্রদানের দাবি করা কোনও মূল্যায়নকারী (দাতা) অভিযোগ করেননি যে তাদের প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীকে অর্থ দান করা সত্ত্বেও, আর্থিক বছরে আইনের ৩৫এসি ধারার উপ-ধারা (৭) এর ভিত্তিতে তাদের মোট আয় থেকে এই পরিমাণের ছাড় দাবি করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

২৩. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, আইনের ৩৫এসি ধারার অধীনে প্রাপ্ত ছাড়ের সুবিধা সমস্ত করদাতার দ্বারা দুটি আর্থিক বছরের জন্য যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, যথা, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭।

২৪। বিতর্কটি এখন শুধুমাত্র তৃতীয় আর্থিক বছর, ১. অর্থাৎ, ২০১৭-২০১৮-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ এই বছরের জন্য, করদাতাদের ০১.০৪.২০১৭ থেকে আইনের ৩৫এসি ধারার উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করার কারণে আবেদনকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রশান্তি চিকিৎসা পরিষেবা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন ৮৪১ [অভয় মনোহর সেপ্রে, বিচারপতি]

২৫। আমাদের অভিমত হল যে, উপ-ধারা (৭)-এর সম্ভাব্য কার্যকারিতা এবং সেইজন্য, সমস্ত করদাতাদের যথাযথভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যোগ্য প্রকল্পগুলিকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ দুটি আর্থিক বছরে তাঁদের মোট আয় থেকে বাদ দেওয়ার দাবি করতে পারেন, যথা, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭। যদি উপ-ধারা (৭)-এর কার্যকারিতা পূর্ববর্তী হয়, তাহলে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭-এর জন্যও ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হত না।

, স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ধরনের কিছু এখানে নেই।

২৬। বিবাদির (রাজস্ব) পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির যুক্তিযুক্ত যুক্তি অনুসারে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনও করদাতার কাছে প্রমিজরি এস্টোপেলের আবেদন উপলব্ধ নয় এবং কোনও করদাতার কাছে কোনও কর ছাড় দেওয়ার বিষয়ে কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকারও অর্জিত হয় না। অন্য কথায়, আপিলকারী বা করদাতার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রমিজরি এস্টোপেলের আবেদন করার কোনও অধিকার নেই যেমন আইনের ৩৫এসি ধারায় উপ-ধারা (৭) সন্নিবেশ করার সময় প্রয়োগ করা হয় (দেখুন-এম/এস মতিলাল পদমপত সুগার মিলস কো. লিমিটেড (উপরে) এবং উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান রাজস্ব কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করা অন্যান্য মামলাগুলি)।

এটি আরও বেশি হয় যখন আমরা দেখতে পাই যে এই উপ-ধারাটি সম্ভাব্যভাবে আপিলকারী সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছিল।

২৭। এটা বিতর্কের বিষয় নয় যে, এখন বছরের মোট আয় থেকে ছাড় দাবি করার জন্য যোগ্য প্রকল্পগুলিকে অর্থ দান করার সময় শেষ হয়ে গেছে। সময়ের অপচয়জনিত কারণে এটি আর উপলব্ধ নেই। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী এমনকি যদি তাদের প্রকল্পের জন্য কোনও করদাতার কাছ থেকে কোনও পরিমাণ পেয়ে থাকেন, তবে এই ধরনের মূল্যায়নকারীকে ২০১৭-২০১৮ সময়ের জন্য বা পরবর্তী কোনও সময়ের জন্য কোনও ছাড়ের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না।

২৮। যাইহোক, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেছিলেন যে আবেদনকারী বিভিন্ন মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে ২০১৭-২০১৮ বছরে ৩.৮৪ কোটি টাকা পেয়েছেন। এটিও বলা হয়েছিল যে যদি উপ-ধারা (৭) আবেদনকারীর প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হত তবে আবেদনকারী আর্থিক বছরে ২০১৭-২০১৮-এর তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ পেতেন, যা উপ-ধারা (৭), ১. অর্থাৎ, আর্থিক বছরে ২০১৫-২০১৬-এর সময়

২৯. আমরা এই জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। একটি কর বিধিতে, সমতা বা/এবং কষ্টের উপর ভিত্তি করে একটি আবেদন আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। সাংবিধানিক পুনর্বিবেচনা

কোনও বিধানের বৈধতা এবং বিশেষ করে কর ধারণার বৈধতা এই ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না।

৩০। তখন আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি অনুরোধ করেন যে, আবেদনকারী একটি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করেছেন এবং তৃতীয় আর্থিক বছরে তারা তাদের প্রকল্পের জন্য অনুদানের মাধ্যমে আরও বেশি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হননি, এই আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা আহ্বান করতে উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারে এবং আবেদনকারীকে তাদের দাতাদের কাছ থেকে ০৭.১২.২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় আর্থিক বছরের জন্যও অনুদান গ্রহণের অনুমতি দিতে পারে।

৩১। আমরা ভয় পাচ্ছি, আমরা একাধিক কারণে এই বক্তব্য গ্রহণ করতে পারি না। প্রথমত, উপরে যেমন বলা হয়েছে, কর সংক্রান্ত বিষয়ে, কোনও করদাতার রাজস্বের অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও সমতা বা কষ্টের কোনও ভূমিকা নেই; দ্বিতীয়ত, একবার আইন অনুসারে এবং বিশেষত কর সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার পরে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না; এবং তৃতীয়ত, আবেদনকারীর দাতাদের দুটি আর্থিক বছরে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭-এর অধীনে ৩৫এসি ধারার অধীনে আবেদনকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের ছাড় দাবি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত কারণে, বিষয়টি অবশ্যই সেখানেই থাকতে হবে।

৩২. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি এস. এল. শ্রীনিবাস জুট টুইন মিলস (পি) লিমিটেড (সুপ্রা), সঙ্গম আর স্প্যামনার্স (সুপ্রা) এবং সি. আই. টি বনাম ভাটিকা টাউনশিপ প্রাইভেট লিমিটেড (সুপ্রা)-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আমাদের দৃষ্টিতে, পূর্ববর্তী আলোচনা এবং নথিভুক্ত ফলাফলের আলোকে, এই সিদ্ধান্তগুলিতে বর্ণিত নীতির উপর ভিত্তি করে যুক্তিগুলি গ্রহণ করা যায় না। অতএব, আমাদের আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই।

৩৩. পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপিলের কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। সেই অনুযায়ী এটি খারিজ করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞানের আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।